দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 09 OCT 2002
পৃষ্ঠা ...

মামলাকারী ছাত্রীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলি ও ৪ প্রক্টরকে সতর্ক করার সুপারিশ

শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় ঢাবি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট

সাহাবুল হক ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে গত ২৩ জুলাই গভীর রাতে সংঘটিত ঘটনা এড়াতে ব্যর্থ হওয়ায় ৪ সহকারী প্রক্টরকে সতর্ক করে দেয়ার পাশাপাশি প্রভোষ্টসহ ১৮ ছাত্রীর নামে মিথ্যা মামলা দায়েরকারী ছাত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং হলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অন্যত্র বদলি করার জন্য সিন্ডিকেটে গঠিত তদন্ত কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করবে। রিপোর্টে ঘটনার জন্য সাবেক প্রভোষ্ট এবং হাউজ টিউটরদেরকে দায়ী করে বলা হয়েছে, হল প্রভোষ্ট এবং হাউজ টিউটরদের মধ্যে অবিশ্বাস, দ্বন্দ্ব, জেদাজেদি এবং পারস্পরিক অশ্রদ্ধার কারণেই ঐ রাতে কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়। রিপোর্টে বলা হয়, সে রাতে সাবেক ভিসি ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী স্বয়ং হলে চলে গেলে এ দুঃখজনক পরিস্থিতি এড়ানো যেতো। তবে ভিসি পদত্যাগ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সাবেক প্রক্টর ড. নজরুল ইসলাম ঐ রাতে কালক্ষেপণ নীতি অবলম্বন করেছেন।

২য় পৃষ্ঠায় ৬-এর কঃ

মামলাকারী ছাত্রীদের

(প্রথম পৃঃ পর)

গত ৩ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ রাশিদুল হাসানকে আহ্বায়ক করে ৫টি হলের প্রভোষ্ট, ২ জন সিন্ডিকেট সদস্য এবং প্রক্টরকে দিয়ে ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি সাবেক ভিসি, প্রভোষ্ট, প্রক্টর, সহকারী প্রক্টর, ঐ রাতে গ্রেফতারকৃত ৭ ছাত্রী, হলের ২৩৫ নং কক্ষের ছাত্রদল নেত্রী এবং মামলাকারী ছাত্রী, হলের ২২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং ১৩ জন আবাসিক শিক্ষিকার পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে রিপোর্ট চূড়ান্ত করেছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে তদন্ত কমিটি সিন্ডিকেটের নিকট রিপোর্ট উপস্থাপন করবে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, হলের হাউজ টিউটররা সে রাতে হলে উপস্থিত না থেকে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। হাউজ টিউটরদের দায়িত্বহীনতা নিন্দনীয় এবং তা দন্ডনীয়। এ কমিটি মনে করে সে রাতের ঘটনার পর শামসুন্নাহার হলের সকল হাউজ টিউটর সে হলে তাদের গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছেন। রিপোর্টে বলা হয়, প্রভোষ্ট অধ্যাপক সুলতানা শফির সাথে বিভিন্ন কারণে হাউজ টিউটরদের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। হাউজ টিউটরদের সাথে তার দূরত্ব কমিয়ে আনার চেষ্টার পরিবর্তে তিনি অধিক হারে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন হলের কতিপয় কর্মকর্তা ও ছাত্রীদের ওপর। সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে কমিটি মনে করে যে এই দুঃখজনক ঘটনার মূলে হল প্রভোষ্ট এবং হাউজ টিউটরদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। তথাপি একটি বিশেষ সংগঠনের প্রাক্তন ছাত্রীদের কেন্দ্র করেই সে রাতের ঘটনা ঘটে। বহিরাগত ছাত্রীদের হল থেকে বের করে দেয়ার ব্যাপারে প্রভোষ্ট কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। রিপোর্টে আরো বলা হয়, ঐ রাতে ছাত্রীরা উত্তেজিত হয়ে পড়লে হল প্রভোষ্ট তাদের বুঝিয়ে শান্ত করতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা করেননি। কমিটি মনে করে, ছাত্রীদের অভিভাবক হিসেবে প্রভোষ্টের ঐ রাতে পুলিশের লাঠিচার্জের সময় হল ত্যাগ করা উচিত হয়নি।

সাবেক ভিসি'র ব্যাপারে কমিটি বলেছে, প্রক্টর ঐ রাতের ঘটনার গুরুত্ব ভিসিকে বুঝাতে সক্ষম হননি। কমিটি মনে করে, ভিসি রাতে হলে কিংবা সকালে থানায় যেতেন তবে তার দায়িত্ব কিছুটা হলেও লাঘব হতো বা পরবর্তীতে অনেক ঘটনা এড়ানো সম্ভব হতো। এ দুঃখজনক ঘটনার ধারাবাহিকতায় ভিসি পদত্যাগ করেন এবং পদত্যাগ করে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বলে কমিটি মনে করে। সাবেক প্রক্টর ডঃ নজরুল ইসলামের ঐ রাতে কালক্ষেপণের কথা উল্লেখ করে কমিটি বলেছে, ভিসির ভাষ্যমতে প্রক্টর গেট ভাঙ্গা ও পরবর্তী ঘটনার কিছুই তাকে জানাননি। তবে প্রশ্ন জাগে- প্রক্টর ভিসিকে কেন অন্ধকারের মধ্যে রেখেছিলেন? এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর না পেলেও এ কমিটি মনে করে, প্রক্টর আরো আন্তরিক হলে যেকোন ভাবেই হোক না কেন এ লজ্জাজনক ঘটনা এড়ানো সম্ভব হতো। প্রক্টর পদত্যাগ করে তার গ্লানি লাঘবের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ ঘটনার দায়-দায়িত্ব থেকে তিনিও রেহাই পেতে পারেন না। কমিটি মনে করে, ৪ সহকারী প্রক্টররা ঘটনা এড়াতে নিজেদের উপস্থিত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। ঘটনা সংঘটনের স্থানে তারা উপস্থিত থেকেও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কিংবা কর্তৃপক্ষকে ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করাতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাদের এ ব্যর্থতার জন্য তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া যায়। হলের প্রভোষ্ট এবং হাউজ টিউটরদের মধ্যকার দ্বন্দ্বে হলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও পক্ষ-বিপক্ষ অবলম্বন করে। ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট হল কর্মকর্তাদের একই হলে নিয়োজিত রাখা কতটুকু নিরাপদ তা ভেবে দেখা প্রয়োজন বলে কমিটি মনে করে। প্রভোষ্ট এবং ১৮ ছাত্রীর বিরুদ্ধে ২৩৫নং কক্ষের ছাত্রী জান্নাতুন কানন যে মামলা করেছিল তার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারে বলে কমিটি মনে করে।

রিপোর্টে বলা হয়, পুলিশের এ এ্যাকশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। তবুও প্রশ্ন জাগে, পুলিশ কার নির্দেশে রাতের বেলা হল গেট ভেঙ্গে হলে ঢুকে? কেন ঢুকেছিল? রাত সাড়ে ৩টায় পরিস্থিতি শান্ত থাকা সত্ত্বেও কেন নিরীহ মেয়েদের উপর লাঠিচার্জ শুরু করল? কিংবা প্রভোষ্ট এবং ১৮ জন মেয়ের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য পুলিশ কর্মকর্তা কেন প্রভাব খাটিয়েছিল?